**নির্বাচন অগ্রাধিকার**
**অতীব জরুরি**

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪১.০০৮.২১-১২২

তারিখ: ২৫ ফাল্গুন ১৪২৭ / ১০ মার্চ ২০২১

**বিষয়: ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনি এলাকায় উন্নয়নমূলক প্রকল্প অনুমোদন ও প্রকল্পের অর্থ অনুমোদন না করা এবং নির্বাচন আচরণবিধি পরিপন্থী কার্যক্রম গ্রহণ না করা প্রসঙ্গে**

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় নির্বাচন কমিশন প্রথম ধাপে ৩৭১টি ইউনিয়ন পরিষদে ১১ এপ্রিল ২০২১ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ০৪ মার্চ ২০২১ তারিখে সময়সূচি ঘোষণা করেছেন (সময়সূচির প্রজ্ঞাপন: পরিশিষ্ট-'ক')। অবশিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের সময়সূচি পর্যায়ক্রমে ঘোষণা করা হবে। ১ম ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন আগামী ১১ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে পর্যায়ক্রমে কয়েক ধাপে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন করা হবে। ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ (সংলগ্নী-১) এর বিধি ৪ অনুযায়ী নির্বাচন-পূর্ব সময়ে অর্থাৎ নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার তারিখ হতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত কোন প্রার্থী বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষ হতে রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন এলাকায় অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করতে বা প্রদানের অঙ্গীকার করতে পারবেন না। এ বিধিমালার বিধান লংঘন দন্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্টগণ উল্লিখিত আচরণ বিধিমালার বিধি ৩১ অনুযায়ী দন্ডনীয় হবেন।

০২। নির্বাচনকে প্রভাবমুক্ত রাখার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনি এলাকায় কোন প্রার্থী সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের কোন সম্পত্তি তথা অফিস, যানবাহন, মোবাইল ফোন, টেলিফোন, ওয়াকিটকি বা অন্য কোন সুযোগ সুবিধা নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করতে পারবেন না মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এমনকি মাশুল প্রদান করেও এগুলো ব্যবহার করা যাবে না। ইউনিয়ন পরিষদের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে কোন অবস্থাতেই নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করা যাবে না। তাছাড়া, কোন প্রার্থী ইউনিয়ন পরিষদের দরপত্র আহবান, গ্রহণ কিংবা বাতিলের বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন না।

০৩। ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২৫ অনুসারে নির্বাচনকে প্রভাবমুক্ত রাখার লক্ষ্যে নির্বাচন কার্যক্রম সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনি এলাকায় নতুন ধরনের কোন প্রকার অনুদান কার্যক্রম স্থগিত রাখতে হবে। একই সাথে নির্বাচনপূর্ব সময়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য বা সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য বা অন্য কোন পদাধিকারী সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় উন্নয়নমূলক কোন প্রকল্প অনুমোদন বা ইতঃপূর্বে অনুমোদিত কোনপ্রকল্পে অর্থঅবমুক্ত বা প্রদান করতে পারবেন না। এ বিষয়ে নির্দেশনা জারি করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

০৪। তাছাড়া, নির্বাচনের কার্যক্রম সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনি এলাকায় অনুদান/ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম বা উন্নয়নমূলক কোন প্রকল্প অনুমোদন বা উন্নয়নমূলক কোন প্রকল্প অনুমোদন না করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তবে পূর্বে অনুমোদিত ও চলমান প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্ত, অর্থছাড় ও বিল পরিশোধ, অনুমোদিত প্রকল্পের প্রশাসনিক আদেশ জারী, চলমান প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি, প্রকল্পের খাত পরিবর্তন (রাজস্ব-মূলধন) এবং অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ/কার্যাদি সম্পাদন অথবা আচরণ বিধি প্রতিপালনপূর্বক চলমান প্রকল্পের দৈনন্দিন কার্যক্রম গ্রহণে নির্বাচন কমিশনের সম্মতির প্রয়োজন নেই বলে মাননীয় নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।

০৫। বর্ণিতাবস্থায়, মাননীয় নির্বাচন কমিশনের উল্লিখিত নির্দেশনা আলোকে একটি পরিপত্র জারি করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক

১০/৩/২০২১

( মোঃ আতিয়ার রহমান )
উপসচিব (নির্বাচন পরিচালনা-২)
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ ফ্যাক্স : ৫৫০০৭৫৫৮
০১৭১৬৮৪৬৯৮২ (মোবাইল)
E-mail: ecsemc2@gmail.com

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

C:\Users\sas_emc2\Desktop\UP-General Elections-2021\DO\VGD\City VGD_Letter.doc

নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪১.০০৮.২১-১২২

তারিখ: ২৫ ফাল্গুন ১৪২৭ / ১০ মার্চ ২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, ..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সংশ্লিষ্ট)
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৫. সচিব, ..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সংশ্লিষ্ট)
৬. মহাপরিচালক, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)/ বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/ কোস্টগার্ড, ঢাকা
৭. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৮. বিভাগীয় কমিশনার, .....(সংশ্লিষ্ট)
৯. উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, .....(সংশ্লিষ্ট) রেঞ্জ
১০. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১১. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১২. জেলা প্রশাসক, .....(সংশ্লিষ্ট)
১৩. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, .....(সংশ্লিষ্ট)অঞ্চল
১৪. পুলিশ সুপার, .....(সংশ্লিষ্ট)
১৫. সিনিয়র/জেলা নির্বাচন অফিসার.....(সংশ্লিষ্ট)
১৬. উপজেলা নির্বাহী অফিসার .....(সংশ্লিষ্ট)
১৭. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১৮. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ..... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১৯. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২০. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব ..... (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২১. ..... (সংশ্লিষ্ট) ও রিটার্নিং অফিসার
২২. অফিসার ইন-চার্জ,..... (সংশ্লিষ্ট) থানা।

(মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান)
সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা-০২
ফোন: ৫৫০০৭৫৫৯ (অফিস)

(একই নম্বর স্মারক ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত)

পরিশিষ্ট-'ক'

নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪১.০০৫.২১-৮৬

তারিখ: ১৯ ফাল্গুন ১৪২৭ / ০৪ মার্চ ২০২১

## পরিপত্র-১

**বিষয়ঃ ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন-২০২১ উপলক্ষে নির্বাচনি সময়সূচি, রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ, মনোনয়নপত্র বাছাই, বাছাইয়ের বিরুদ্ধে আপিল নিষ্পত্তি, রাজনৈতিক দলের প্রার্থী মনোনয়ন, প্রার্থীর যোগ্যতা-অযোগ্যতা ও প্রতীক বরাদ্দ এবং অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ**

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ইউনিয়ন পরিষদ সাধারণ নির্বাচন-২০২১ কয়েকটি ধাপে অনুষ্ঠানের জন্য মাননীয় নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম ধাপে ৩৭১টি ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে (পরিশিষ্ট-ক)। প্রথম ধাপের নির্বাচনের জন্য সময়সূচি, রিটার্নিং অফিসার ও ক্ষেত্র বিশেষ সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ, মনোনয়নপত্র বাতিল বা গ্রহণের বিরুদ্ধে আপিল নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত কর্মকর্তা, মনোনয়নপত্র আহ্বানের গণবিজ্ঞপ্তি জারি, নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক চেয়ারম্যান পদে মনোনয়ন, মনোনয়নপত্র দাখিল/গ্রহণ, বাছাই ইত্যাদি বিষয়ে মাননীয় নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেছেন। নিম্নে বিভিন্ন নির্দেশাবলী উল্লেখ করা হলো :

২। **নির্বাচনি সময়সূচি:** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ২০ এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১০ অনুযায়ী মাননীয় নির্বাচন কমিশন ১ম ধাপে ৩৭১টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নিম্নলিখিত সময়সূচি ধার্য করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন :

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ক) | রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ | : | ১৮ মার্চ ২০২১ |
| (খ) | রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ | : | ১৯ মার্চ ২০২১ |
| (গ) | প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ | : | ২৪ মার্চ ২০২১ |
| (ঘ) | ভোটগ্রহণের তারিখ | : | **১১ এপ্রিল ২০২১** |

৩। **প্রার্থিতা বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম :** উল্লিখিত সময়সূচি অনুযায়ী স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১৫ অনুসারে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের শেষ তারিখ ২২ **মার্চ ২০২১** এবং দায়েরকৃত আপিল ২৩ **মার্চ ২০২১** তারিখের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। তাছাড়া প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য শেষ দিন ২৪ **মার্চ ২০২১** এ তারিখের পরের দিন অর্থাৎ ২৫ **মার্চ ২০২১ তারিখ বৃহস্পতিবার প্রতীক বরাদ্দের** কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। মনোনয়ন ও প্রার্থিতা বিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম উল্লিখিত সময়সূচির সাথে সমন্বয় করে সম্পন্ন করতে হবে।

৪। **সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার কর্তৃক সময়সূচির প্রজ্ঞাপন জারিঃ** নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত উপরোক্ত নির্বাচনি সময়সূচি অনুযায়ী সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারগণ এতদসংগে সংযোজিত নমুনায় (পরিশিষ্ট-খ) প্রজ্ঞাপন জারি করে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করার ব্যবস্থা করবেন। পরিশিষ্ট-ক এ উল্লিখিত তালিকার মন্তব্য কলামে 'E' চিহ্নিত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ইভিএম এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে।

৫। **রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ:** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ৫ বিধি অনুসারে সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করবেন। সময়সূচির প্রজ্ঞাপন জারির পূর্বেই রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করতে হবে। একটি উপজেলায় ৩টি ইউনিয়ন পরিষদের জন্য রিটার্নিং অফিসার হবেন উপজেলা নির্বাচন অফিসার। একটি উপজেলায় ৩টির অধিক ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন হলে অন্য বিভাগের উপযুক্ত কর্মকর্তার মধ্য হতে অথবা পার্শ্ববর্তী উপজেলা হতে (১ম ধাপে বা পরবর্তী ধাপে আরও কয়েকটি নির্বাচনের সম্ভাবনা না থাকলে) অথবা নিকটস্থ মেট্রোপলিটন এলাকার থানা নির্বাচন অফিসের থানা নির্বাচন অফিসারের মধ্য হতে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা যাবে।

৬। **সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ:** একাধিক ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসারের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ১টি ইউনিয়নের জন্য উপজেলা পর্যায়ের ১ জন ২য় শ্রেণী বা উপযুক্ত কর্মকর্তার মধ্য হতে একজন সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা যাবে।

৭। **নির্বাচনি সময়সূচির প্রজ্ঞাপন স্থানীয়ভাবে প্রকাশঃ** নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত এবং সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার কর্তৃক ধার্যকৃত নির্বাচনি সময়সূচি সম্বলিত প্রজ্ঞাপনটি স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১০ অনুসারে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে, ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড এলাকার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ও প্রকাশ্য স্থানে এবং রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে স্থানীয়ভাবে টাংগাইয়া প্রকাশ করতে হবে।

৮। **রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্বাচনি সময়সূচির বিজ্ঞপ্তি জারিকরণঃ** সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারের নিকট হতে প্রাপ্ত নির্বাচনি সময়সূচির প্রজ্ঞাপন স্থানীয়ভাবে প্রকাশের পর রিটার্নিং অফিসারগণকে বিধিমালার বিধি ১১ অনুসারে প্রার্থীদের নিকট হতে মনোনয়নপত্র দাখিলের আহ্বান জানিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়সীমা এবং রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক কোথায় মনোনয়নপত্র গৃহীত হবে তা উল্লেখ করে স্থানীয়ভাবে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি জারির সুবিধার্থে একটি নমুনা এতদসংগে সংযোজন করা হল (পরিশিষ্ট-গ)। যেসব ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ইভিএম এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে সেগুলো সময়সূচির প্রজ্ঞাপন ও স্থানীয় বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করতে হবে।

৯। **চেয়ারম্যান পদে দলীয় মনোনয়নঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন, ২০১৫ (২৫ সনের ২৮ নং আইন) আইন অনুসারে চেয়ারম্যান পদে দলীয়ভাবে মনোনয়নের বিধান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১২ এর উপবিধি (৩) এর দফা (ঈ) নিম্নে উদ্ধৃত করা হলোঃ

> "(ঈ) রাজনৈতিক দলের চেয়ারম্যান প্রার্থীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের পদাধিকারী বা তাহাদের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরিত এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র থাকিবে যে, উক্ত প্রার্থীকে উক্ত দল হইতে মনোনয়ন দেওয়া হইয়াছে;
>
> তবে শর্ত থাকে যে, কোন রাজনৈতিক দল কোন ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান পদে একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবে না, একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিলে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে উক্ত দলের প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে;
>
> আরও শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল উহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, পদবি, নমুনা স্বাক্ষরসহ একটি পত্র তফসিল ঘোষণার ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট এবং উক্ত পত্রের একটি অনুলিপি নির্বাচন কমিশনেও প্রেরণ করিবে;"

উক্ত বিধান অনুসারে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল চেয়ারম্যান পদে মনোনয়পত্র (ফরম-১) এর সংযুক্তি-১ অনুসারে মনোনয়ন প্রদান করবেন। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রতীকসহ তালিকা এতদসংগে প্রেরণ করা হলো (পরিশিষ্ট-ঘ)।

১০। **প্রার্থির প্রস্তাবক ও সমর্থকঃ** বিধি ১২ এর উপবিধি (১) অনুসারে (১)চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের অন্য কোন ভোটার, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৬(১) এর অধীন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওবার যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে বা অনুরুপ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেন। উপবিধি (২) ধারা ২৬(১) এর অধীন সদস্যরুপে নির্বাচিত হওবার যোগ্যতা থাকলে-

(ক) ধারা ১০ এ উল্লিখিত সংরক্ষিত আসনের সদস্য পদের জন্য ধারা ৩ এর অধীন বিভক্তিকৃত কোন সমন্বিত ওয়ার্ডের যে কোন ভোটার উক্ত সমন্বিত ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে কোন মহিলার নাম প্রস্তাব করতে বা অনুরুপ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেন;

(খ) ধারা ১০ এ উল্লিখিত নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য পদের জন্য ধারা ৩ এর অধীন বিভক্তিকৃত কোন ওয়ার্ডের যে কোন ভোটার উক্ত ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে অন্য কোন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে বা অনুরুপ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারবেন।

তবে, উপবিধি (৪) অনুসারে কোন ভোটার প্রস্তাবকারী হিসেবে অথবা সমর্থনকারী হিসেবে চেয়ারম্যান অথবা সংরক্ষিত আসনের সদস্য বা সাধারণ আসনের সদস্য পদে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট পদে একটির অধিক মনোনয়নপত্রে তার নাম ব্যবহার করবেন না এবং যদি কোন ভোটার একই পদে অনুরুপ একাধিক মনোনয়নপত্রে তার নাম ব্যবহার করেন, তা হলে এইরুপ সকল মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

১১। **মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তিঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১৪ এর অধীন মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর বিধি ১৫ অনুসারে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাছাইয়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ প্রার্থী, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি বাছাইয়ের নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী ০৩(তিন) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার এর নিকট আপিল দাখিল করতে পারবেন এবং আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারগণ আপিল দায়েরের নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী ০৩(তিন) দিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করবেন।

১২। **প্রতীক বরাদ্দের প্রত্যয়ন :** বিধি ১৯ অনুসারে রিটার্নিং অফিসার সময়সূচি মোতাবেক প্রতীক বরাদ্দ করিবেন। প্রতীক বরাদ্দের পর সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাচন অফিসার এবং জেলা নির্বাচন অফিসারকে তা যাচাই করে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করতে হবে। প্রতীক বরাদ্দের পর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রচার সামগ্রী যাচাই করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাচন অফিসার এবং সিনিয়র/জেলা নির্বাচন অফিসার যাচাই করবেন। সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা এ বিষয়ক কার্যক্রম গুরুত্বের সাথে তত্ত্বাবধান করবেন।

১৩। **স্বাস্থ্য বিধি ও সরকারি নির্দেশনা প্রতিপালন:** স্বাস্থ্য বিধি ও সরকারি নির্দেশনা প্রতিপালনের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে নির্বাচনি প্রচারণা, ভোটগ্রহণ ও নির্বাচনি অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান এবং ইতঃপূর্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের শূন্য আসনের নির্বাচন উপলক্ষে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে প্রচার কার্যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪। **রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১২ অনুসারে মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন প্রার্থী নিজে অথবা তার প্রস্তাবক অথবা তার সমর্থক রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারবেন। মনোনয়নপত্র দাখিলের পর পরই রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্র গ্রহণের দিন ও সময় উল্লেখ করে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীকে একটি রসিদ (প্রাপ্তি স্বীকার পত্র) প্রদান করবেন। উক্ত রসিদে কোথায়, কোন তারিখ ও কোন সময়ে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ থাকবে। এই রসিদ মনোনয়নপত্রের সাথে সংযোজিত রয়েছে।

১৫। **মনোনয়নপত্র ও তার সাথে দাখিলকৃত কাগজাদিঃ** আইনের ধারা ২৬ এর বিধান সাপেক্ষে, বিধিমালার বিধি ১২ এর উপবিধি (৩) অনুসারে-

(ক) চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক', সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-১' এবং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-২' অনুসারে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে কমপক্ষে ২ সেট মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

(খ) মনোনয়নপত্র প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে; এবং

(গ) মনোনয়নপত্র নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ দাখিল করতে হবে, যথা:-

(অ) বিধি ১৩ অনুসারে জামানতের টাকা জমাদানের প্রমাণ হিসেবে রিটার্নিং অফিসারের অনুকূলে প্রদেয় ব্যাংক ড্রাফট অথবা ট্রেজারি চালান বা পে-অর্ডার;

(আ) উক্ত মনোনয়নে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী সম্মত আছেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ২৬(২) বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে তিনি অযোগ্য নন মর্মে তাঁর স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র; এবং

(ই) প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারীদের কেহ প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসেবে একই পদে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর দান করেন নাই;

(ঈ) চেয়ারম্যান পদের ক্ষেত্রে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হলে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের পদাধিকারী বা তাদের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম, স্বাক্ষর ও সিলমোহরযুক্ত দলীয় মনোনয়ন।

১৬। **মনোনয়নপত্র দাখিলোত্তর করণীয়ঃ** প্রতিটি মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী কর্তৃক উহা দাখিলের নির্ধারিত একটি তারিখে বা উহার পূর্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং রিটার্নিং অফিসার উহা প্রাপ্তির তারিখ ও সময় মনোনয়নপত্রের উপর লিপিবদ্ধ করিয়া প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রদান করিবেন। তাছাড়া-

(ক) কোন ব্যক্তি একই নির্বাচনি এলাকার জন্য একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল করিতে পারিবেন এবং মনোনয়নপত্র রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(খ) কোন ব্যক্তি একাধিক মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর দান করিলে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রাপ্ত প্রথম বৈধ মনোনয়নপত্র ব্যতীত অন্য সকল মনোনয়নপত্র বাতিল হইয়া যাইবে।

(গ) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্রে একটি ক্রমিক নম্বর দিবেন এবং উহাতে দাখিলকারীর নাম এবং প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তিনি কখন ও কোথায় মনোনয়নপত্র বাছাই করিবেন তাহা উক্ত ব্যক্তিকে অবহিত করিবেন।

উল্লিখিত বিষয়াদি প্রার্থীদের জানিয়ে দিতে হবে।

১৭। **মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তালিকা প্রস্তুতঃ** রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য এবং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য পদের মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের তথ্যাদি ফরম-গ অনুসারে প্রস্তুত করে তাঁর কার্যালয়ে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন কোন স্থানে টাংগিয়ে দিবেন। প্রস্তুতকৃত তালিকা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বা অন্যদের প্রয়োজনে সরবরাহ করবেন।

১৮। **জামানতঃ** ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে জামানত হিসেবে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা এবং সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে (সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য/সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য) ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা রিটার্নিং অফিসারের অনকূলে জমাদানের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারি চালান বা কোন তফসিলি ব্যাংকের পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফট রিটার্নিং অফিসার প্রদত্ত রসিদ জমা দিতে হবে। কোন প্রার্থীর অনুকূলে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল হলে, একাধিক জামানতের প্রয়োজন হবে না;

(১) বিধিমালার বিধি ১৩ এর উপবিধি (১) এ উল্লিখিত টাকা জমা দেয়া না হলে, রিটার্নিং অফিসার কোন মনোনয়নপত্র গ্রহণ করবেন না।

(২) রিটার্নিং অফিসার জমাকৃত টাকা সম্পর্কিত তথ্যাদি ফরম 'খ' অনুসারে রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন।

(৩) প্রার্থী জামানতের টাকা "৬/০৬০১/০০০১/৮৪৭৩" কোডে জমা দিবেন।

১৯। **মনোনয়নপত্র বাছাইঃ** (১) রিটার্নিং অফিসার বিধি ১৪ অনুসারে সকল মনোনয়নপত্র বাছাই করবেন। মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাই করার সময় প্রার্থীগণ, তাদের নির্বাচনি এজেন্ট, প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী এবং প্রত্যেক প্রার্থী কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং রিটার্নিং অফিসার বিধি ১২ এর অধীন তার নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষার জন্য তাদেরকে যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার বিধি ১৪ এর উপবিধি (১) এর অধীন বাছাইয়ের সময় উপস্থিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করবেন এবং উক্তরূপ কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন মনোনয়ন পত্রের ক্ষেত্রে উত্থাপিত আপত্তি নিষ্পত্তি করবেন।

(৩) মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাই এর প্রাক্কালে যাতে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/প্রতিনিধি ঋণ খেলাপিদের তথ্য নিয়ে, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফৌজদারি মামলা সম্পর্কিত তথ্য নিয়ে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থানীয় প্রতিনিধি সম্পদ বিবরণীর তথ্যসহ, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিনিধিদের আর্থিক সংশ্লেষ আছে এমন ব্যক্তিদের তথ্য নিয়ে বা ঠিকাদারদের তালিকা নিয়ে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে উপস্থিত থাকেন, সে জন্য রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক তাঁদের/তাঁদের প্রতিষ্ঠানে পত্র প্রেরণ করতে হবে। উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করতে হবে।

২০। **মনোনয়নপত্র বাছাই এর সময় রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক যাচাই-বাছাইয়ের বিষয় ও দলিলাদিঃ** ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন ব্যক্তিকে ঋণ খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত করলে আইনের ২০ ধারার (২) উপ-ধারার (ঠ), (ঢ) (ণ) অনুসারে আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে ৫ বৎসর অতিবাহিত না হয়ে থাকে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ ঠিকাদার বা আর্থিক সংশ্লেষ আছে এমন ব্যক্তিদের এবং যারা সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন রিটার্নিং অফিসার তাঁদের মনোনয়নপত্র বাতিল করে দিবেন। এছাড়াও রাজনৈতিক দলের মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের পদাধিকারী বা তাহাদের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র যাচাই করতে হবে। কোন রাজনৈতিক দল কোন ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান পদে একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করতে পারবে না, একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করলে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে উক্ত দলের প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

২১। **মনোয়নপত্র বাছাইকালে রিটার্নিং অফিসারকে সহায়তা প্রদানঃ** মনোনয়নপত্র বাছাইকালে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারগণ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এলাকাভুক্ত উপজেলা নির্বাচন অফিসারগণ রিটার্নিং অফিসারকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন। তাছাড়া মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও বাছাইকালে এবং অন্যান্য সময়ে রিটার্নিং অফিসারের সাথে প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসনের অথবা অন্য মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগের কয়েকজন কর্মকর্তাকে সহায়তাকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত করতে পারবেন। উক্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত করার পূর্বেই প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

২২। **মনোনয়নপত্র বাতিলের পদ্ধতিঃ** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ১৪ বিধির (৩) উপবিধি অনুসারে রিটার্নিং অফিসার স্বউদ্যোগে অথবা বিধি ১৪ এর উপবিধি (১) এ উল্লিখিত কোন ব্যক্তির আপত্তির প্রেক্ষিতে তদ্‌বিবেচনায় উপযুক্ত অথবা সংক্ষিপ্ত তদন্ত অনুষ্ঠানের পর যে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করতে পারবেন, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে,-

(ক) প্রার্থী চেয়ারম্যান বা সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য এবং সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য হিসেবে মনোনীত হওয়ার যোগ্য নহেন; বা

(খ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করার যোগ্য নহেন; বা

(গ) বিধি ১২ বা বিধি ১৩ এর কোন বিধান পালন করা হয়নি; বা

(ঘ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীর স্বাক্ষর সঠিক নয়;

তবে,

(অ) বাতিলকৃত কোন মনোনয়নপত্র কোন প্রার্থীর বৈধ মনোনয়নপত্রকে অবৈধ করবে না;

(আ) রিটার্নিং অফিসার গুরুতর নয় এরূপ কোন ত্রুটির কারণে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করবেন না এবং অনুরূপ ত্রুটি অবিলম্বে সংশোধন করার জন্য সুযোগ প্রদান করতে পারবেন; এবং

(ই) রিটার্নিং অফিসার ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ কোন বিষয়ের শুদ্ধতা বা বৈধতা সম্পর্কে তদন্ত করতে পারবেন না।

২৩। **মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধকরণঃ** রিটার্নিং অফিসার প্রতিটি মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল করে তার সিদ্ধান্ত প্রত্যয়ন করবেন এবং বাতিলের ক্ষেত্রে উহার কারণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করবেন।

২৪। **সাপ্তাহিক ও সরকারী ছুটির দিনে অফিস খোলা রাখাঃ** ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ পর্যন্ত এবং মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ হতে ভোটগ্রহণের দিন পর্যন্ত শুক্রবার ও শনিবারসহ সকল সরকারী ছুটির দিনে ও কার্যদিবসে সকাল ৯.০০ টা হতে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত এবং প্রয়োজনবোধে বিকাল ৫.০০ টার পরেও রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয় এবং আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়সহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল অফিস খোলা রেখে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। সেই সাথে জরুরী প্রয়োজনে অন্যান্য সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত অফিস/প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান খোলা রেখে উল্লিখিত কাজে সহায়তা প্রদানের জন্যও অনুরোধ জানাতে হবে।

২৫। **মাননীয় আদালতের নিষেধাজ্ঞা/স্থগিতাদেশ/আদেশ প্রতিপালনঃ** কোন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বা ওয়ার্ড এর সদস্য পদের নির্বাচনের বা প্রার্থিতার বিষয়ে মাননীয় আদালত কোন আদেশ প্রদান করলে আদেশ অনুসারে রিটার্নিং অফিসার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তবে মাননীয় আদালতের আদেশ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মাননীয় আদালতের আদেশের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞ এডভোকেট কোন প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করলে প্রত্যয়ন পত্রে উল্লিখিত আদেশ নিশ্চিত হয়ে প্রয়োজনে প্রত্যয়নপত্র প্রদানকারী এডভোকেটের সহিত আলাপ করে নিশ্চিত হতে হবে। মাননীয় আদালতের আদেশ বিজ্ঞ এডভোকেটের প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র গ্রহণযোগ্য হবে। মাননীয় আদালতের আদেশ প্রতিপালন করে তা অবশ্যই লিখিতভাবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে জানাতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন অফিসার/রিটার্নিং অফিসার অত্র সচিবালয়ের আইন অনুবিভাগের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

২৬। **সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠানঃ** ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে মনোনয়নপত্র দাখিলের পূর্বে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। উক্ত বৈঠকে মনোনয়নপত্র পূরণ, আচরণ বিধির বিভিন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে ধারণা প্রদান, আচরণ বিধি লংঘনের শাস্তি, বিধিমালার বিধিতে বর্ণিত অপরাধসমূহ এবং অপরাধের দন্ড ইত্যাদি সম্মন্ধে ধারণা দিতে হবে। সর্বোপরি উক্ত বৈঠকে সকলকে সহযোগিতার আহবান জানাতে হবে। চেয়ারম্যান প্রার্থীগণ তাদের নির্বাচনি সমুদয় ব্যয় একটি নির্দিষ্ট ব্যাংক একাউন্ট হতে খরচ করতে হবে এবং নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্নের সাথে ব্যাংক বিবরণীও দেয়ার বিষয়টি জানিয়ে দিতে হবে। এইক্ষেত্রে চেয়ারম্যান প্রার্থীদের একটি ভিন্ন ব্যাংক একাউন্ট খুলতে হবে যা মনোনয়নপত্রে উল্লেখ করতে হবে। তবে সংরক্ষিত আসনের সদস্য এবং সাধারণ আসনের সদস্য প্রার্থীদের ব্যাংক একাউন্ট খুলতে হবে না বা নির্বাচনি ব্যয়ের রিটার্ন জমা দিতে হবে না। সম্ভাব্য প্রার্থীদের উক্ত বৈঠক অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রিটার্নিং অফিসারগণ উপস্থিত থাকতে পারেন এবং দিক নির্দেশনা দিবে।

২৭। **ভোটার তালিকার সিডি বিক্রয়ঃ** আগ্রহী প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় ছবিছাড়া ভোটার তালিকার ইলেকট্রনিক কপি ৫০০ (পাঁচশত) টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে সরবরাহ করা যাবে। ৫০০(পাঁচশত) টাকা হারে চালান বা পে অর্ডার জমা দিয়ে রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে সংগ্রহ করতে হবে। ভোটার তালিকা সিডি ক্রয়ের অর্থ চালানে জমা দানের কোড **০১-০৬০১-০০০১-২৬৩১।** তবে কোন কারণে সম্পূরক সিডি প্রদানের প্রয়োজন হলে পুনরায় অর্থ গ্রহণ করা যাবে না।

২৮। **মনোনয়নপত্রের সাথে আচরণ বিধির কপি প্রদানঃ** ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর কপি এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো (পরিশিষ্ট-৬)। মনোনয়নপত্র সংগ্রহের সময় আচরণ বিধির কপি সংশ্লিষ্ট মনোনয়নপত্র গ্রহণকারীকে মনোনয়নপত্রের সাথে প্রদান করতে হবে।

২৯। **দেয়াল লিখন, পোস্টার ইত্যাদি মুছে/উঠিয়ে ফেলাঃ** যেহেতু ইতোমধ্যে দেশব্যাপী ৩৭১টি ইউনিয়ন পরিষদসমূহের নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে যারা বা যাদের পক্ষে দেয়াল লিখন, পোস্টার ইত্যাদি লাগানো হয়েছে বা নববর্ষের শুভেচ্ছা, ঈদের শুভেচ্ছা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা অন্য কোন উপলক্ষে প্রচারণার আলিকে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা ১৮ মার্চ ২০২১ তারিখের মধ্যে নিজ দায়িত্বে মুছে বা তুলে ফেলার জন্য নির্বাচন কমিশন নির্দেশনা দিয়েছেন। ১৮ মার্চ ২০২১ তারিখের পরে পোস্টার বা দেয়াল লিখন পাওয়া গেলে তার ছবি তারিখসহ তুলে রাখতে হবে এবং মনোনয়নপত্র দাখিল করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একইভাবে পরবর্তীতে নির্দেশনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৩০। **বিভিন্ন পরিপত্র, নির্দেশনা ইত্যাদি রিটার্নিং অফিসারকে সরবরাহ করাঃ** ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন কমিশন হতে যে সকল পরিপত্র, আদেশ, নির্দেশ ইত্যাদি জারি করা হবে তা ইন্টারনেট এর মাধ্যমে আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/জেলা নির্বাচন অফিসার, উপজেলা নির্বাচন অফিসারদের নিকট এবং বিভাগীয় কমিশনার, উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে প্রেরণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার বা উপজেলা নির্বাচন অফিসারগণ উক্ত পরিপত্র, আদেশ, নির্দেশ, ফরম ইত্যাদি প্রিন্ট করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি করে রিটার্নিং অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদেরকে প্রদান করবেন। ফ্যাক্স বা ডাকযোগে এত অধিক পরিমান পাঠানো সম্ভব হবে না বিধায় এই ব্যবস্থায় প্রেরণ করা হবে। কোন উপজেলায় ইন্টারনেট সুবিধা না থাকলে সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারগণ প্রিন্ট বের করে কুরিয়ার সার্ভিসে বা বিশেষ বাহক মারফত উপজেলা নির্বাচন অফিসার এবং রিটার্নিং অফিসার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের নিকট প্রেরণ করবেন।

৩১। **অন্যান্য নির্দেশনাঃ** উল্লিখিত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে :

(১) নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুসারে ভোটকেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন করা;

(২) ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্যানেল প্রস্তুত ও নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা, ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে আইসিটি ও প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অগ্রাধিকার দেয়া;

(৩) নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের নির্দেশনায় ইভিএম ব্যবহার ও ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া বিষয়ক ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;

(৪) পার্বত্য এলাকায় হেলিসটি সহযোগিতা প্রয়োজন হলে এ বিষয়ক প্রস্তাবনা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ;

(৫) ভোটগ্রহণের দিন এবং তার আগে ও পরে নির্বাচনের সার্বিক পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও পরিবেশন তথা বেসরকারি প্রাথমিক ফলাফল সংগ্রহের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৬) সাপ্তাহিক/সরকারি ছুটির দিন ও অফিস সময়ের পরে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যেমন-মনোনয়নপত্র দাখিল/গ্রহণ এবং মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের/গ্রহণ, প্রার্থীতা প্রত্যাহার সংক্রান্ত কার্যাদি সাধারণ কার্যদিবসের ন্যায় **সকাল ৯.০০ মি. হতে বিকাল ৫.০০ মি.** পর্যন্ত অব্যাহত রাখা;

৩২। **প্রাপ্তি স্বীকারঃ** এই পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হল।

৪/৩/২০২১

**(মোঃ আতিয়ার রহমান)**
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫২৫
e-mail: ecsemc2@gmail.com

সংলগ্নীঃ উপরে বর্ণিত

বিতরণ: ১। জেলা প্রশাসক, ----------(সংশ্লিষ্ট)
২। সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, --------(সংশ্লিষ্ট)
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ----------(সংশ্লিষ্ট)
৪। উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ----------(সংশ্লিষ্ট)
৫। ----------ও রিটার্নিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)

নং-১৭.০০.০০০০.০৭৯.৪১.০০৫.২১-৮৬

তারিখ: ১৯ ফাল্গুন ১৪২৭ / ০৪ মার্চ ২০২১

**অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):**

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, ..... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৫. গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৬. সচিব, ..... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৮. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৯. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. বিভাগীয় কমিশনার, ..... (সংশ্লিষ্ট) বিভাগ
১১. পুলিশ কমিশনার, .....(সংশ্লিষ্ট)
১২. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৩. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৪. মহাপরিচালক (সিআইবি), বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
১৫. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশ ও আনুষাঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৬. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [উক্ত বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমকে অবহিতকরণ ও আনুষাঙ্গিক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৭. জেলা প্রশাসক, .....(সংশ্লিষ্ট)
১৮. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ..... (সংশ্লিষ্ট)
১৯. পুলিশ সুপার, .....(সংশ্লিষ্ট)
২০. উপসচিব (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, .....(সংশ্লিষ্ট)
২২. জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ..... (সংশ্লিষ্ট)
২৩. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২৪. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ..... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২৫. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয় এর সদয় অবগতির জন্য)
২৬. উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, ..... (সংশ্লিষ্ট)
২৭. অফিসার-ইন-চার্জ, .....(সংশ্লিষ্ট) থানা।

( মোহাম্মদ আনোয়ারুর রহমান )
সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা-২
ফোন: ০২-৫৫০০৭৫৫৯
Email: ecsemc2@gmail.com

**পরিশিষ্ট-ক (সংশোধিত)**

## ১ম ধাপে ১১ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য ইউনিয়ন পরিষদের বিবরণী

(মন্তব্য কলামে 'E' চিহ্নিত ইউনিয়নসমূহে ইভিএম এর মাধ্যমে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে)

| জেলা | উপজেলা | ইউনিয়ন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১। পটুয়াখালী | ১। দুমকী | ১. পাংগাশিয়া | |
| | | ২. আংগারিয়া | E |
| | | ৩. মুরাদিয়া | |
| | ২। বাউফল | ৪. ধুলিয়া | |
| | | ৫. কেশবপুর | |
| | | ৬. বগা | E |
| | | ৭. চন্দ্রদ্বীপ | |
| | | ৮. কালিশুরী | |
| | | ৯. কনকদিয়া | |
| | | ১০. আদাবাড়ীয়া | |
| | | ১১. কালাইয়া | |
| | | ১২. কাছিপাড়া | |
| | ৩। দশমিনা | ১৩. আলীপুর | |
| | | ১৪. বহরমপুর | |
| | | ১৫. বাঁশবাড়িয়া | |
| | ৪। গলাচিপা | ১৬. আমখলা | |
| | | ১৭. গোলখালী | |
| | | ১৮. চিকনিকান্দি | |
| | | ১৯. রতনদী তালতলী | |
| ২। রংপুর | ৫। পীরগাছা | ২০. কল্যাণী | |
| ৩। বগুড়া | ৬। দুপচাঁচিয়া | ২১. তালোড়া | |
| ৪। খুলনা | ৭। কয়রা | ২২. আমাদি | |
| | | ২৩. বাগালী | |
| | | ২৪. মহেশ্বরীপুর | |
| | | ২৫. মহারাজপুর | |
| | | ২৬. কয়রা | |
| | | ২৭. উঃ বেদকাশী | |
| | | ২৮. দঃ বেদকাশী | |
| | ৮। দাকোপ | ২৯. পানখালী | |
| | | ৩০. দাকোপ | |
| | | ৩১. লাউডোব | |
| | | ৩২. কৈলাশগঞ্জ | |
| | | ৩৩. সুতারখালী | |
| | | ৩৪. কামারখোলা | |
| | | ৩৫. তিলডাঙ্গা | |
| | | ৩৬. বাজুয়া | |
| | | ৩৭. বানিশান্তা | |
| | ৯। বটিয়াঘাটা | ৩৮. গংগারামপুর | E |
| | | ৩৯. বালিয়াডাংগা | |
| | | ৪০. আমিরপুর | |
| | ১০। দিঘলিয়া | ৪১. গাজীরগাট | |
| | | ৪২. বারাকপুর | E |
| | | ৪৩. দিঘলিয়া | |
| | | ৪৪. সেনহাটী | |
| | | ৪৫. আড়ংঘাটা | |
| | | ৪৬. যোগীপুল | |

| জেলা | উপজেলা | ইউনিয়ন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| | ১১। পাইকগাছা | ৪৭. সোলাদানা | |
| | | ৪৮. রাড়ুলী | |
| | | ৪৯. গড়ইখালী | |
| | | ৫০. গদাইপুর | |
| | | ৫১. চাঁদখালী | |
| | | ৫২. দেলুটি | |
| | | ৫৩. লতা | |
| | | ৫৪. লস্কর | |
| | | ৫৫. হরিঢালী | |
| | | ৫৬. কপিলমুনি | |
| ৫। বাগেরহাট | ১২। ফকিরহাট | ৫৭. বেতাগা | E |
| | | ৫৮. লখপুর | |
| | | ৫৯. পিলজংগ | |
| | | ৬০. ফকিরহাট | |
| | | ৬১. বাহিরদিয়ামানসা | |
| | | ৬২. নলধা মৌভোগ | |
| | | ৬৩. শুভদিয়া | |
| | ১৩। মোল্লাহাট | ৬৪. উদয়পুর | |
| | | ৬৫. চুনখোলা | |
| | | ৬৬. কোদালিয়া | |
| | | ৬৭. আটজুড়ি | |
| | | ৬৮. গাওলা | |
| | | ৬৯. কুলিয়া | |
| | ১৪। চিতলমারী | ৭০. বড়বাড়ীয়া | |
| | | ৭১. হিজলা | |
| | | ৭২. শিবপুর | |
| | | ৭৩. চিতলমারী | |
| | | ৭৪. চরবানিয়ারী | |
| | | ৭৫. কলাতলা | |
| | | ৭৬. সন্তোষপুর | |
| | ১৫। কচুয়া | ৭৭. গজালিয়া | |
| | | ৭৮. ধোপাখালী | |
| | | ৭৯. মঘিয়া | |
| | | ৮০. কচুয়া | |
| | | ৮১. গোপালপুর | |
| | | ৮২. রাড়ীপাড়া | |
| | | ৮৩. বাধাল | |
| | ১৬। রামপাল | ৮৪. গৌরম্ভা | |
| | | ৮৫. বাইনতলা | E |
| | | ৮৬. হুড়কা | |
| | | ৮৭. মল্লিকের বেড় | |
| | | ৮৮. বাঁশতলী | |
| | | ৮৯. উজলকুর | |
| | | ৯০. রামপাল | |
| | | ৯১. রাজনগর | |
| | | ৯২. পেড়িখালী | |
| | | ৯৩. ভোজপাতিয়া | |
| | ১৭। মোংলা | ৯৪. চাঁদপাই | |
| | | ৯৫. বুড়িরডাঙ্গা | E |
| | | ৯৬. টিলা | |

| জেলা | উপজেলা | ইউনিয়ন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| | | ৯৭. মিঠাখালী | |
| | | ৯৮. সোনাইলতলা | E |
| | | ৯৯. সুন্দরবন | |
| | ১৮। মোরেলগঞ্জ | ১০০. পঞ্চকরন | |
| | | ১০১. দৈবজ্ঞহাটা | |
| | | ১০২. চিংড়াখালী | |
| | | ১০৩. হোগলাপাশা | |
| | | ১০৪. বনগ্রাম | |
| | | ১০৫. বলইবুনিয়া | |
| | | ১০৬. হোগলাবুনিয়া | |
| | | ১০৭. বহরবুনিয়া | |
| | | ১০৮. নিশানবাড়ীয়া | |
| | | ১০৯. মরেলগঞ্জ | |
| | | ১১০. খাউলিয়া | |
| | | ১১১. তেলিগাতী | |
| | | ১১২. পুটিখালী | |
| | | ১১৩. রামচন্দ্রপুর | |
| | | ১১৪. জিউধরা | |
| | | ১১৫. বারইখালী | |
| | ১৯। শরণখোলা | ১১৬. খানসাগর | |
| | | ১১৭. খোন্তাকাটা | |
| | | ১১৮. রায়েন্দা | |
| | | ১১৯. সাউথখালী | |
| | ২০। সদর | ১২০. বারুইপাড়া | |
| | | ১২১. বেমরতা | |
| | | ১২২. বিষ্ণুপুর | |
| | | ১২৩. ডেমা | |
| | | ১২৪. কাড়াপাড়া | |
| | | ১২৫. খানপুর | |
| | | ১২৬. রাখালগাছি | |
| ৬। সাতক্ষীরা | ২১। কলারোয়া | ১২৭. কয়লা | |
| | | ১২৮. হেলাতলা | E |
| | | ১২৯. যুগিখালী | |
| | | ১৩০. জয়নগর | |
| | | ১৩১. জালালাবাদ | |
| | | ১৩২. লাঙ্গলঝাড়া | |
| | | ১৩৩. কৈড়াগাছি | |
| | | ১৩৪. সোনাবাড়িয়া | |
| | | ১৩৫. চন্দনপুর | |
| | | ১৩৬. দেয়াড়া | |
| | ২২। তালা | ১৩৭. খানদিয়া | |
| | | ১৩৮. তেঁতুলিয়া | E |
| | | ১৩৯. তালা | E |
| | | ১৪০. ইসলামকাটি | |
| | | ১৪১. মাগুরা | |
| | | ১৪২. খেসরা | |
| | | ১৪৩. জালালপুর | |
| | | ১৪৪. খলিলনগর | E |
| | | ১৪৫. নগরঘাটা | |
| | | ১৪৬. সরুলিয়া | |

| জেলা | উপজেলা | ইউনিয়ন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| | | ১৪৭. খলিষখালী | |
| ৭। বরিশাল | ২৩। সদর | ১৪৮. কাশিপুর | |
| | | ১৪৯. চরবাড়িয়া | E |
| | | ১৫০. জাগুয়া | |
| | | ১৫১. টংগীবাড়ীয়া | |
| | ২৪। বাকেরগঞ্জ | ১৫২. চরাদি | |
| | | ১৫৩. দাড়িয়াল | |
| | | ১৫৪. দুধল | |
| | | ১৫৫. ফরিদপুর | |
| | | ১৫৬. কবাই | |
| | | ১৫৭. নলুয়া | |
| | | ১৫৮. কলসকাঠি | |
| | | ১৫৯. গারুড়িয়া | |
| | | ১৬০. ভরপাশা | |
| | | ১৬১. রঙ্গশ্রী | |
| | | ১৬২. পাদ্রীশিবপুর | |
| | ২৫। উজিরপুর | ১৬৩. সাতলা | |
| | | ১৬৪. জল্লা | |
| | | ১৬৫. ওটরা | |
| | | ১৬৬. শোলক | |
| | | ১৬৭. বোরাকোঠা | |
| | ২৬। মুলাদী | ১৬৮. নাজিরপুর | |
| | | ১৬৯. সফিপুর | |
| | | ১৭০. গাছুয়া | E |
| | | ১৭১. চরকালেখা | |
| | | ১৭২. মুলাদী | |
| | | ১৭৩. কাজিরচর | |
| | ২৭। মেহেন্দিগঞ্জ | ১৭৪. মেহেন্দিগঞ্জ | |
| | | ১৭৫. ভাষানচর | |
| | ২৮। বাবুগঞ্জ | ১৭৬. বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীরনগর | E |
| | | ১৭৭. কেদারপুর | |
| | | ১৭৮. দেহেরগতি | |
| | | ১৭৯. মাধবপাশা | |
| | ২৯। গৌরনদী | ১৮০. বাটাজোড় | E |
| | | ১৮১. সরিকল | |
| | | ১৮২. খানজাপুর | |
| | | ১৮৩. বার্থি | |
| | | ১৮৪. চাদশী | |
| | | ১৮৫. মাহিলারা | |
| | | ১৮৬. নলচিড়া | |
| | ৩০। হিজলা | ১৮৭. হরিনাথপুর | |
| | | ১৮৮. মেমানিয়া | |
| | | ১৮৯. গুয়াবাড়িয়া | |
| | | ১৯০. বড়জালিয়া | |
| | ৩১। বানারীপাড়া | ১৯১. বিশারকান্দি | |
| | | ১৯২. ইলুহার | |
| | | ১৯৩. চাখার | |
| | | ১৯৪. সালিয়াবাকপুর | |
| | | ১৯৫. বাইশারি | |
| | | ১৯৬. বানারীপাড়া | |

| জেলা | উপজেলা | ইউনিয়ন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| | | ১৯৭. উদয়কাঠি | |
| ৮। বরগুনা | ৩২। সদর | ১৯৮. বদরখালী | |
| | | ১৯৯. গৌরিচন্না | |
| | | ২০০. ফুলঝুড়ি | |
| | | ২০১. কেওড়াবুনিয়া | |
| | | ২০২. আয়লাপাতাকাটা | |
| | | ২০৩. বুড়িরচর | |
| | | ২০৪. ঢলুয়া | E |
| | | ২০৫. বরগুনা | E |
| | | ২০৬. নলটোনা | |
| | ৩৩। আমতলী | ২০৭. গুলিশাখালী | |
| | | ২০৮. কুকুয়া | |
| | | ২০৯. আঠারগাছিয়া | |
| | | ২১০. হলদিয়া | |
| | | ২১১. চাওড়া | E |
| | | ২১২. আরপাঙ্গাশিয়া | |
| | ৩৪। বেতাগী | ২১৩. বিবিচিনি | |
| | | ২১৪. বেতাগী | E |
| | | ২১৫. হোসনাবাদ | |
| | | ২১৬. মোকামিয়া | |
| | | ২১৭. বুড়ামজুমদার | |
| | | ২১৮. কাজিরাবাদ | |
| | | ২১৯. সরিষামুড়ি | |
| | ৩৫। বামনা | ২২০. বুকাবুনিয়া | |
| | | ২২১. বামনা | |
| | | ২২২. রামনা | |
| | | ২২৩. ডৌয়াতলা | |
| | ৩৬। পাথরঘাটা | ২২৪. কালমেঘা | |
| | | ২২৫. কাঁকচিড়া | |
| | | ২২৬. কাঁঠালতলী | |
| ৯। পিরোজপুর | ৩৭। ভান্ডারিয়া | ২২৭. ভিটাবাড়িয়া | |
| | | ২২৮. নদমূলা-শিয়ালকাঠী | |
| | | ২২৯. তেলিখালী | E |
| | | ২৩০. খাওয়া | |
| | | ২৩১. গৌরিপুর | |
| | ৩৮। ইন্দুরকানী | ২৩২. বালিপাড়া | |
| | ৩৯। সদর | ২৩৩. কদমতলা | E |
| | | ২৩৪. কলাখালী | |
| | | ২৩৫. টোনা | |
| | | ২৩৬. শারিকতলা | |
| | ৪০। মঠবাড়িয়া | ২৩৭. তুষখালী | E |
| | | ২৩৮. মিরুখালী | |
| | | ২৩৯. বেতমোর রাজপাড়া | |
| | | ২৪০. আমড়াগাছিয়া | |
| | | ২৪১. সাপলেজা | |
| | | ২৪২. হলতাপুলিশাখালী | |
| | ৪১। নেছারাবাদ | ২৪৩. আটঘর কুড়িয়ানা | |
| | | ২৪৪. বলদিয়া | |
| | | ২৪৫. গুয়ারেখা | |
| | | ২৪৬. দৈহারী | |

| জেলা | উপজেলা | ইউনিয়ন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| | | ২৪৭. সোহাগদল | |
| | | ২৪৮. সারেংকাঠী | |
| | | ২৪৯. সুটিয়াকাঠী | |
| | | ২৫০. স্বরূপকাঠী | |
| | | ২৫১. সমুদয়কাঠী | |
| | | ২৫২. জলাবাড়ী | |
| | ৪২। কাউখালী | ২৫৩. আমড়াজুড়ি | |
| | | ২৫৪. কাউখালী সদর | |
| | ৪৩। নাজিরপুর | ২৫৫. মাটিভাংগা | |
| | | ২৫৬. মালিখালী | |
| | | ২৫৭. নাজিরপুর | |
| | | ২৫৮. সেখমাটিয়া | E |
| ১০। ঝালকাঠি | ৪৪। সদর | ২৫৯. গাভারামচন্দ্রপুর | |
| | | ২৬০. বিনয়কাঠী | E |
| | | ২৬১. নবগ্রাম | |
| | | ২৬২. কীর্তিপাশা | |
| | | ২৬৩. বাসন্ডা | |
| | | ২৬৪. গাবখানখানসিড়ি | |
| | | ২৬৫. শেখেরহাট | |
| | | ২৬৬. নথুল্লাবাদ | E |
| | | ২৬৭. কেওড়া | |
| | ৪৫। নলছিটি | ২৬৮. ভৈরবপাশা | E |
| | | ২৬৯. মগড় | |
| | | ২৭০. কুলকাঠি | |
| | | ২৭১. কুশঙ্গল | |
| | | ২৭২. নাচনমহল | |
| | | ২৭৩. রানাপাশা | |
| | | ২৭৪. সুবিদপুর | |
| | | ২৭৫. সিদ্ধকাঠি | |
| | | ২৭৬. দপদপিয়া | E |
| | | ২৭৭. মোল্লারহাট | |
| | ৪৬। রাজাপুর | ২৭৮. সাতুরিয়া | |
| | | ২৭৯. শুক্তগড় | E |
| | | ২৮০. রাজাপুর | |
| | | ২৮১. গালুয়া | |
| | | ২৮২. বড়ইয়া | |
| | | ২৮৩. মঠবাড়ী | |
| | ৪৭। কাঠালিয়া | ২৮৪. চেচরীরামপুর | |
| | | ২৮৫. পাটিখালঘাটা | |
| | | ২৮৬. আমুয়া | |
| | | ২৮৭. কাঠালিয়া | |
| | | ২৮৮. শৌলজালিয়া | |
| | | ২৮৯. আওরাবুনিয়া | |
| ১১। ভোলা | ৪৮। বোরহানউদ্দিন | ২৯০. গজাপুর | |
| | | ২৯১. সাচরা | |
| | ৪৯। তজুমদ্দিন | ২৯২. চাঁদপুর | |
| | | ২৯৩. চাচরা | |
| | | ২৯৪. সন্তুপুর | |
| | ৫০। চরফ্যাশন | ২৯৫. চরমাদ্রাজ | |
| | | ২৯৬. চরকলমি | |
| | | ২৯৭. হাজারীগঞ্জ | |

| জেলা | উপজেলা | ইউনিয়ন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| | | ২৯৮. এওয়াজপুর | |
| | | ২৯৯. জাহানপুর | |
| | ৫১। মনপুরা | ৩০০. হাজিরহাট | |
| | | ৩০১. দক্ষিণ সাকুচিয়া | |
| ১২। নরসিংদী | ৫২। পলাশ | ৩০২. গজারিয়া | |
| | | ৩০৩. ডাংগা | |
| ১৩। গাজীপুর | ৫৩। কালীগঞ্জ | ৩০৪. তুমুলিয়া | |
| | | ৩০৫. বক্তারপুর | |
| | | ৩০৬. জাঙ্গালিয়া | |
| | | ৩০৭. বাহাদুসাদী | |
| | | ৩০৮. জামালপুর | |
| | | ৩০৯. মোক্তারপুর | |
| ১৪। মাদারীপুর | ৫৪। শিবচর | ৩১০. শিবচর | |
| | | ৩১১. পাঁচর | |
| | | ৩১২. মাদবরেরচর | |
| | | ৩১৩. কুতুবপুর | |
| | | ৩১৪. কাদিরপুর | E |
| | | ৩১৫. দ্বিতীয়খন্ড | |
| | | ৩১৬. ভান্ডারীকান্দি | |
| | | ৩১৭. বাঁশকান্দি | |
| | | ৩১৮. বহেরাতলা উ. | |
| | | ৩১৯. বহেরাতলা দ. | |
| | | ৩২০. নিলখী | |
| | | ৩২১. শিরুয়াইল | |
| | | ৩২২. দত্তপাড়া | |
| ১৫। সুনামগঞ্জ | ৫৫। ছাতক | ৩২৩. ভাতগাও | |
| | | ৩২৪. নোয়ারাই | |
| | | ৩২৫. সিংচাপইড় | |
| ১৬। লক্ষ্মীপুর | ৫৬। রামগতি | ৩২৬. চর বাদাম | |
| | | ৩২৭. চর পোড়াগাছা | |
| | | ৩২৮. চর রমিজ | |
| | ৫৭। কমলনগর | ৩২৯. চর ফলকন | |
| | | ৩৩০. হাজিরহাট | |
| | | ৩৩১. তোরাবগঞ্জ | |
| ১৭। নোয়াখালী | ৫৮। সুবর্ণচর | ৩৩২. চরবাটা | E |
| | | ৩৩৩. চরক্লার্ক | |
| | | ৩৩৪. চরওয়াপদা | |
| | | ৩৩৫. চরআমানউল্যাহ | |
| | | ৩৩৬. পূর্বচরবাটা | |
| | | ৩৩৭. মোহাম্মদপুর | |
| | ৫৯। হাতিয়া | ৩৩৮. চরঈশ্বর | |
| | | ৩৩৯. চরকিং | |
| | | ৩৪০. তমরদ্দি | |
| | | ৩৪১. সোনাদিয়া | |
| | | ৩৪২. বুড়িরচর | |
| | | ৩৪৩. জাহাজমারা | |
| | | ৩৪৪. নিঝুমদ্বীপ | |
| ১৮। চট্টগ্রাম | ৬০। সন্দীপ | ৩৪৫. বাউরিয়া | |
| | | ৩৪৬. গাছুয়া | |
| | | ৩৪৭. সন্তোষপুর | |

| জেলা | উপজেলা | ইউনিয়ন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| | | ৩৪৮. আমানউল্যা | |
| | | ৩৪৯. হরিশপুর | |
| | | ৩৫০. রহমতপুর | |
| | | ৩৫১. আজিমপুর | |
| | | ৩৫২. মুছাপুর | |
| | | ৩৫৩. মাইটভাঙ্গা | |
| | | ৩৫৪. সারিকাইত | |
| | | ৩৫৫. মগধরা | |
| | | ৩৫৬. হারামিয়া | |
| ১৯। কক্সবাজার | ৬১। মহেশখালী | ৩৫৭. হোয়ানক | |
| | | ৩৫৮. মাতারবাড়ী | |
| | | ৩৫৯. কুতুবজোম | |
| | ৬২। কুতুবদিয়া | ৩৬০. আলী আকবর ডেইল | |
| | | ৩৬১. বড়ঘোপ | |
| | | ৩৬২. দক্ষিণধুরং | |
| | | ৩৬৩. কৈয়ারবিল | |
| | | ৩৬৪. লেমশীখালী | |
| | | ৩৬৫. উত্তরধুরুং | |
| | ৬৩। পেকুয়া | ৩৬৬. টেটং | |
| | ৬৪। টেকনাফ | ৩৬৭. হ্নীলা | |
| | | ৩৬৮. সাবরাং | |
| | | ৩৬৯. সেন্টমার্টিন | |
| | | ৩৭০. টেকনাফ | |
| | | ৩৭১. হোয়াইক্যং | |

পরিশিষ্ট-'খ'

**সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়**

.....

.....

নং..... তারিখঃ.....

## প্রজ্ঞাপন

নং.....। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১০ অনুযায়ী এতদসংগে সংযোজিত .....টি উপজেলার নির্বাচন যোগ্য .....টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত ওয়ার্ডের সদস্য এবং সাধারণ আসনের সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নিম্নেবর্ণিত সময়সূচি ঘোষণা করিতেছেঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ক) | রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ তারিখ | : | ১৮ মার্চ ২০২১ (বৃহস্পতিবার) |
| (খ) | রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ | : | ১৯ মার্চ ২০২১ (শুক্রবার) |
| (গ) | প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ | : | ২৪ মার্চ ২০২১ (বুধবার) |
| (ঘ) | ভোটগ্রহণের তারিখ | : | **১১ এপ্রিল ২০২১ (রবিবার)** |
| **উল্লিখিত ইউনিয়নের মধ্যে .....টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ইভিএম এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে** | | | |

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশক্রমে

( ..... )
সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/
জেলা নির্বাচন অফিসার
ফোন: .....

প্রাপক
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রাণালয়
ঢাকা।

অদ্যকার তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করিতে এবং ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) কপি গেজেট বিজ্ঞপ্তি সরকারি কাজে ব্যবহারার্থে সরবরাহ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

নং..... তারিখঃ.....

**অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):**

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, ..... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৫. গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
৬. সচিব, ..... (সংশ্লিষ্ট) মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৮. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৯. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. বিভাগীয় কমিশনার, ..... (সংশ্লিষ্ট) বিভাগ
১১. পুলিশ কমিশনার, .....(সংশ্লিষ্ট)
১২. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৩. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৪. মহাপরিচালক (সিআইবি), বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা

১৫. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৬. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৭. জেলা প্রশাসক, .....(সংশ্লিষ্ট)
১৮. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ..... (সংশ্লিষ্ট)
১৯. পুলিশ সুপার, .....(সংশ্লিষ্ট)
২০. উপসচিব (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, .....(সংশ্লিষ্ট)
২২. জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, ..... (সংশ্লিষ্ট)
২৩. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২৪. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ..... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার এর সদয় অবগতির জন্য)
২৫. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয় এর সদয় অবগতির জন্য)
২৬. সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব,.....(সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২৭. উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, ..... (সংশ্লিষ্ট সকল) ও রিটার্নিং অফিসার [বিজ্ঞপ্তি জারি করার জন্য অনুরোধ করা হলো]
২৮. .....ও রিটার্নিং অফিসার [বিজ্ঞপ্তি জারি করার জন্য অনুরোধ করা হলো]
২৯. অফিসার-ইন-চার্জ, .....(সংশ্লিষ্ট সকল থানা)।

( ..... )
সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/
জেলা নির্বাচন অফিসার
ফোনঃ.....

পরিশিষ্ট-'গ'

**রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়**

উপজেলা/থানা .....

জেলা .....

**ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সময়সূচির বিজ্ঞপ্তি**

যেহেতু, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ..... কর্তৃক ..... তারিখে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১০ অনুযায়ী ..... জেলার ..... উপজেলার ..... ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের সদস্য এবং সাধারণ আসনের সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য সময়সূচির প্রজ্ঞাপন জারি করা হইয়াছে।

এক্ষণে, সেহেতু, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ১১ অনুযায়ী আমি .....(নাম), .....(পদবী) এবং রিটার্নিং অফিসার

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য ..... জেলার ..... উপজেলার ..... ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের সদস্য এবং সাধারণ আসনের সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য নিম্নলিখিত সময়সূচি নির্ধারণ করিয়া বিজ্ঞপ্তি জারী করিতেছিঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ক) | রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখঃ | | (নির্ধারিত তারিখ লিখিতে হইবে) |
| (খ) | রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখঃ | | (নির্ধারিত তারিখ লিখিতে হইবে) |
| (গ) | প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখঃ | | (নির্ধারিত তারিখ লিখিতে হইবে) |
| (ঘ) | ভোটগ্রহণের তারিখঃ | | (নির্ধারিত তারিখ লিখিতে হইবে) |
| **উল্লিখিত ইউনিয়নের মধ্যে .....টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ইভিএম এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে** | | | |

আমি আরও জানাইতেছি যে, আগামী ..... তারিখ হইতে ..... তারিখ (..... বার) পর্যন্ত ছুটির দিনসহ সকাল ৯.০০টা হইতে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত উল্লিখিত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের সদস্য এবং সাধারণ আসনের সদস্য পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবার জন্য ইচ্ছুক প্রার্থীদের নিকট হইতে আমার কার্যালয়ে .....(স্থান) মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হইবে।

স্থানঃ.....
তারিখঃ .....

**রিটার্নিং অফিসারের নাম-পদবীসহ স্বাক্ষর**
ইউনিয়নের নাম .....

পরিশিষ্ট-'ঘ'

# বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

## নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের তালিকা

| ক্রমিক নম্বর | দলের নাম ও প্রতীক |
|---|---|
| ১ | ২ |
| ০১. | লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি<br>"ছাতা" |
| ০২. | জাতীয় পার্টি - জেপি<br>"বাইসাইকেল" |
| ০৩. | বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম.এল)<br>"চাকা" |
| ০৪. | কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ<br>"গামছা" |
| ০৫. | বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি<br>"কাস্তে" |
| ০৬. | বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ<br>"নৌকা" |
| ০৭. | বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল -বি.এন.পি<br>"ধানের শীষ" |
| ০৮. | গণতন্ত্রী পার্টি<br>"কবুতর" |
| ০৯. | বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি<br>"কুঁড়েঘর" |
| ১০. | বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি<br>"হাতুড়ী" |
| ১১. | বিকল্পধারা বাংলাদেশ<br>"কুলা" |
| ১২. | জাতীয় পার্টি<br>"লাঙল" |
| ১৩. | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ<br>"মশাল" |
| ১৪. | জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি<br>"তারা" |
| ১৫. | জাকের পার্টি<br>"গোলাপ ফুল" |
| ১৬. | বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ<br>"মই" |
| ১৭. | বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি<br>"গরুরগাড়ী" |
| ১৮. | বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন<br>"ফুলের মালা" |
| ১৯. | বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন<br>"বটগাছ" |
| ২০. | বাংলাদেশ মুসলিম লীগ<br>"হারিকেন" |
| ২১. | ন্যাশনাল পিপলস্ পার্টি (এনপিপি)<br>"আম" |
| ২২. | জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ<br>"খেজুরগাছ" |
| ২৩. | গণফোরাম<br>"উদীয়মান সূর্য" |
| ২৪. | গণফ্রন্ট<br>"মাছ" |

| ক্রমিক নম্বর | দলের নাম ও প্রতীক |
|---|---|
| ১ | ২ |
| ২৫. | বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ<br>"গাভী" |
| ২৬. | বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি<br>"কাঁঠাল" |
| ২৭. | ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ<br>"চেয়ার" |
| ২৮. | বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি<br>"হাতঘড়ি" |
| ২৯. | ইসলামী ঐক্যজোট<br>"মিনার" |
| ৩০. | বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস<br>"রিক্সা" |
| ৩১. | ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ<br>"হাতপাখা" |
| ৩২. | বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট<br>"মোমবাতি" |
| ৩৩. | বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি<br>"কোদাল" |
| ৩৪. | খেলাফত মজলিস<br>"দেওয়াল ঘড়ি" |
| ৩৫. | বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-বিএমএল<br>"হাত (পাঞ্জা)" |
| ৩৬. | বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট (মুক্তিজোট)<br>"ঝুড়ি" |
| ৩৭. | বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ<br>"টেলিভিশন" |
| ৩৮. | জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম<br>"সিংহ" |
| ৩৯. | বাংলাদেশ কংগ্রেস<br>"ডাব" |

সংলগ্নী-৯

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ফেব্রুয়ারি ১০, ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাচন কমিশন
বাংলাদেশ
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ২৮ মাঘ ১৪২২ বঙ্গাব্দ /১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৩০-আইন/২০১৬।—স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর ধারা ২০ এর উপধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ—

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই বিধিমালা ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(১) "আইন" অর্থ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন);

(২) "ইউনিয়ন পরিষদ " অর্থ আইনের ধারা ১০ এর অধীন গঠিত কোন ইউনিয়ন পরিষদ;

(৩) "কমিশন" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;

(৪) ''দেওয়াল'' অর্থ বাসস্থান, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসাকেন্দ্র, শিল্প কারখানা, দোকান বা অন্য কোন স্থাপনা, কাঁচা বা পাকা যাহাই হউক না কেন, এর বাহিরের ও ভিতরের দেওয়াল বা বেড়া বা উহাদের সীমানা নির্ধারণকারী দেওয়াল বা বেড়া এবং বৃক্ষ, বিদ্যুৎ লাইনের খুঁটি, খাম্বা, সড়ক দ্বীপ, সড়ক বিভাজক, ব্রিজ, কালভার্ট, সড়কের উপরিভাগ ও বাড়ির ছাদও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;



মূল্যঃ টাকা ১২.০০

(৫) "নির্বাচন" অর্থ কোন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নির্বাচন বা উপ-নির্বাচন;

(৬) "নির্বাচনি এলাকা" অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের নির্ধারিত এলাকা;

(৭) ''নির্বাচন-পূর্ব সময়'' অর্থ নির্বাচনি তফসিল ঘোষণার তারিখ হইতে নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কাল;

(৮) ''পোস্টার'' অর্থ কাগজ, কাপড়, রেক্সিন, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমসহ অন্য যে কোন মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত কোন প্রচারপত্র, প্রচারচিত্র, বিজ্ঞাপনপত্র, বিজ্ঞাপনচিত্র এবং যে কোন ধরনের ব্যানার বা বিলবোর্ডও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৯) ''পোস্টার লাগানো'' অর্থ প্রচার বা ভিন্নরূপ কোন উদ্দেশ্যে, দেওয়াল বা যানবাহনে, আঠা বা অন্য কোন পদার্থ দ্বারা পোস্টার সাঁটিয়া দেওয়া, লাগাইয়া দেওয়া, ঝুলাইয়া দেওয়া, টাঙ্গাইয়া দেওয়া বা স্থাপন করা;

(১০) ''প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী'' অর্থ এমন একজন প্রার্থী যিনি চেয়ারম্যান অথবা সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য বৈধভাবে মনোনীত হইয়াছেন এবং যিনি তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন নাই;

(১১) "প্রার্থী" অর্থ কোন ইউনিয়ন পরিষদের—

(ক) চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের জন্য কোন রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি অথবা স্বতন্ত্র প্রার্থী; এবং

(খ) সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলকারী যে কোন ব্যক্তি;

(১২) "যানবাহন" অর্থ জল, স্থল বা আকাশ পথে চলাচলকারী, চাকাযুক্ত বা চাকাবিহীন, যাত্রী বা মালামাল বহনকারী যান্ত্রিক বা অযান্ত্রিক কোন পরিবহণ;

(১৩) "রাজনৈতিক দল" অর্থ Representation of the People Order, 1972 (P.O.No. 155 of 1972) এর Article 2 এর Clause (xixa) তে সংজ্ঞায়িত Registered Political Party ;

(১৪) "সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি" অর্থ প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, সরকারের মন্ত্রী, চিফ হুইপ, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধী দলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, বিরোধী দলীয় উপনেতা, প্রতিমন্ত্রী, হুইপ, উপমন্ত্রী বা তাহাদের সমপদমর্যাদার কোন ব্যক্তি, সংসদ-সদস্য এবং সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ;

(১৫) "সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২(১) এ সংজ্ঞায়িত সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ; এবং

(১৬) "স্বতন্ত্র প্রার্থী" অর্থ এইরূপ কোন প্রার্থী যিনি কোন রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন প্রাপ্ত নহেন।

৩। **নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে সমানাধিকার।**—আইন এবং এই বিধিমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোন রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির সমান অধিকার থাকিবে।

৪। **কোন প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান ইত্যাদি নিষিদ্ধ।**—কোন প্রার্থী বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন এলাকায় অবস্থিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান করিতে বা প্রদানের অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না।

(২) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনি কাজে সরকারি প্রচারযন্ত্র, সরকারি যানবাহন, অন্য কোন সরকারি সুযোগ-সুবিধা ভোগ এবং সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

২৩। **নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্তৃত্ব করিবার ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ।**—কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনি এলাকায় সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন না কিংবা এতদ্‌সংক্রান্ত সভায় যোগদান করিতে পারিবেন না।

২৪। **নির্বাচন-পূর্ব সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে অংশগ্রহণের উপর বাধা-নিষেধ।**—কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে পূর্বে সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকিলে নির্বাচন-পূর্ব সময়ে তিনি উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন সভায় সভাপতিত্ব বা অংশগ্রহণ করিবেন না অথবা উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন কাজে জড়িত হইবেন না।

২৫। **নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার জন্য প্রকল্প অনুমোদন, ফলক উন্মোচন ইত্যাদি সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।**—(১) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব বা উন্নয়ন তহবিলভুক্ত কোন প্রকল্পের অনুমোদন, ঘোষণা বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কিংবা ফলক উন্মোচন করা যাইবে না।

(২) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে কোন সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের তহবিল হইতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন প্রকার অনুদান ঘোষণা বা বরাদ্দ প্রদান বা অর্থ অবমুক্ত করিতে পারিবে না।

(৩) নির্বাচন-পূর্ব সময়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য বা অন্য কোন পদাধিকারী সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় উন্নয়নমূলক কোন প্রকল্প অনুমোদন বা ইতোপূর্বে অনুমোদিত কোন প্রকল্পে অর্থ অবমুক্ত বা প্রদান করিতে পারিবেন না।

২৬। **বিলবোর্ড ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।**—নির্বাচনি প্রচারণার ক্ষেত্রে কোন প্রকারের স্থায়ী বা অস্থায়ী বিলবোর্ড ভূমি বা অন্য কোন কাঠামো বা বৃক্ষ ইত্যাদিতে স্থাপন বা ব্যবহার করা যাইবে না।

২৭। **নির্বাচনি ব্যয়সীমা সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।**—কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্ধারিত নির্বাচনি ব্যয়সীমা কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করিতে পারিবেন না।

২৮। **মনোনয়নপত্র দাখিল ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময় বাধা প্রদান নিষেধ।**—(১) কোন প্রার্থী কর্তৃক রিটার্নিং অফিসার বা সহকারি রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করিবার সময় অন্য কোন প্রার্থী বা ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা কোন রাজনৈতিক দলের কেহ কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

(২) কোন প্রার্থী কর্তৃক রিটার্নিং অফিসার বা সহকারি রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিবার সময় অন্য কোন প্রার্থী বা ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে কেহ কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

২৯। ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার।—(১) ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনি কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট, নির্বাচনি পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ, ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ এবং ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে।

(২) কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ বা ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করিতে পারিবেন না।

(৩) পোলিং এজেন্টগণ তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।

৩০। নির্বাচন প্রভাবমুক্ত রাখা।—প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অর্থ, অস্ত্র ও পেশী শক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করা যাইবে না।

৩১। বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।—(১) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন রাজনৈতিক দল অথবা কোন প্রার্থীর পক্ষে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৩২। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০, অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপবিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত বিধিমালার অধীন—

(ক) কৃত কোন কার্যক্রম বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) কোন মামলা বা কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন হইবে যেন উক্ত বিধিমালা রহিত হয় নাই।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd